কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 09-OCT-2013
পৃঃ ... ৭ কলাম ... ৫

হেফাজতি মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ

গ্রেনেড বানাচ্ছিল শিবির ক্যাডার নূরুন্নবী

এস এম রানা, চট্টগ্রাম ▶

চট্টগ্রামে হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির মুফতি ইজহারুল ইসলাম পরিচালিত মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ ঘটা গ্রেনেডগুলো যে বানাচ্ছিল, সে হচ্ছে সন্ত্রাসী হিসেবে পুলিশের তালিকাভুক্ত শিবির ক্যাডার নূরন্নবী। হত্যা, বিস্ফোরণসহ চার মামলার আসামি এই নূরুন্নবী আদালত থেকে জামিন পেয়ে গত ২২ ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

মুফতি ইজহার ও তাঁর ছেলেকে ধরা হয়নি ▶ পৃষ্ঠা ২০

গ্রেনেড বানাচ্ছিল শিবির

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

মে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বেরিয়ে যায়। এর পাঁচ মাসের মাথায় ডিপ্লোমা প্রকৌশলী এই ক্যাডার গত সোমবার সকালের দিকে নিজেই ব্যাগভর্তি বিস্ফোরক নিয়ে ওই ছাত্রাবাসে গিয়ে একটি কক্ষে রাখে এবং পাশের কক্ষে গিয়ে মুফতি ইজহারুলের ছেলে মুফতি হারুন বিন ইজহারের সঙ্গে পরামর্শ করে। এরপর বিস্ফোরক রাখা কক্ষে ফিরে গিয়ে গ্রেনেড বানানোয় হাত লাগানোর কিছুক্ষণের মধ্যে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ এ তথ্য জানিয়ে বলেছে, বিস্ফোরণে নূরুন্নবীর শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে গেছে। সোমবার রাতেই তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হলে গ্রেনেড বানানোর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানা যাবে।

চট্টগ্রাম নগরীর লালখান বাজারে হেফাজতের নায়েবে আমির মুফতি ইজহারুলের 'জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া' নামের ওই মাদ্রাসায় বিস্ফোরণে নূরুন্নবীর সঙ্গে আরো কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। এদের মধ্যে চারজন গ্রেপ্তার হয় এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাবিব নামের একজন মারা গেছে।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ও কারাগার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হত্যাসহ চার মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে নূরুন্নবী চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে যায় গত ৩১ মার্চ। পরে হত্যা মামলায় উচ্চ আদালত থেকে এবং অন্য তিনটি মামলায় চট্টগ্রাম মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত থেকে জামিন পেয়ে গত ২২ মে কারাগার থেকে বেরিয়ে যায়। সে পুলিশের তালিকাভুক্ত শিবিরের ১৪ নম্বর সন্ত্রাসী। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার বড়বাড়ী এলাকার নূরুল হকের ছেলে নূরুন্নবী গত ফেব্রুয়ারি মাসে জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষণার দিন চট্টগ্রাম নগরীর ডবলমুরিং থানার চৌমুহনী এলাকায় ককটেল ছুড়ে মারে। এতে ইপিজেডের কোরীয় কম্পানি ইয়াং ওয়ানের শ্রমিক শফিকুল গুরুতর আহত হয়ে মারা যান। ওই ঘটনায় দায়ের করা মামলায় নূরুন্নবীকে আসামি করা হয়। এ মামলায় নূরুন্নবীসহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে গত ১৩ জুন আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। অভিযোগপত্রে সে ২৩ নম্বর আসামি।

নূরুন্নবীকে পুলিশের তালিকাভুক্ত শিবির সন্ত্রাসী নিশ্চিত করে চট্টগ্রামের বন্দর থানার ওসি মো. জাহেদুল ইসলাম গতকাল মঙ্গলবার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নূরুন্নবী বন্দর থানায় করা সন্ত্রাসী তালিকার ১৪ নম্বরে থাকা ছাত্রশিবির ক্যাডার। তার বিরুদ্ধে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে বন্দর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা একটি মামলা আছে।' প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'নূরুন্নবীসহ তিনজন মিলে বন্দর থানা এলাকায় পেট্রল বোমা নিয়ে ট্রাক জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বন্দর থানার মামলায় গত মার্চে সে গ্রেপ্তার হয়। ওই সময় জিজ্ঞাসাবাদে নূরুন্নবী নিজেকে ছাত্রশিবির ক্যাডার এবং পেট্রল বোমা বহনের বিষয়টি স্বীকার করে।'

নূরুন্নবীকে শিবির ক্যাডার এবং গার্মেন্টকর্মী শফিকুল হত্যা মামলার অভিযোগপত্রের ২৩ নম্বর আসামি জানিয়ে ডবলমুরিং থানার ওসি মহিউল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গত ৫ ফেব্রুয়ারি শিবির সন্ত্রাসীরা ককটেল ছুড়ে গার্মেন্টকর্মী শফিকুলকে হত্যা করে।' এই মামলায় নূরুন্নবীকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়টি স্বীকার করে।'

গত সোমবার সকাল ১১টার দিকে মাদ্রাসার ছাত্রাবাসে বিস্ফোরণের ঘটনার পর তদন্ত তদারকিতে নিয়োজিত এক পুলিশ কর্মকর্তা নাম না প্রকাশের শর্তে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নূরুন্নবী সকাল ১০টার দিকে সহযোগী ইকবালকে নিয়ে একটি ব্যাগ হাতে মাদ্রাসার ছাত্রাবাসে যায়। সেখানে তৃতীয় তলায় বিস্ফোরণ ঘটা কক্ষে গানপাউডার জাতীয় বিস্ফোরক রেখে পাশের কক্ষে মুফতি হারুন ইজাহারের সঙ্গে দেখা করে কিছুক্ষণ আলাপ করে। পরে ১১টায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।'

তিনি বলেন, 'এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য জেনেছি, মুফতি হারুনের সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ করে নূরুন্নবী বোমা বানাচ্ছিল। তার সঙ্গে একাধিক সহযোগী ছিল। জামায়াত-শিবির সম্প্রতি পুলিশের ওপর ধারাবাহিকভাবে হামলা চালাচ্ছে। এ হামলার সঙ্গে গ্রেনেড তৈরির বিশেষ যোগসূত্র আছে বলে জেনেছি। তবে তদন্তের স্বার্থে এখনই বিস্তারিত বলতে চাই না।'

নূরুন্নবী চারটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে গত ৩১ মার্চ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে ডেপুটি জেলার মোহাম্মদ সোহেল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বন্দর থানার বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা মামলা, ডবলমুরিং থানার হত্যা মামলা এবং পাঁচলাইশ থানার দুটি মামলাসহ মোট চার মামলার আসামি ছিলেন নূরুন্নবী। হত্যা মামলা থেকে উচ্চ আদালতের জামিন এবং অন্য মামলায় মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত থেকে জামিন পেয়ে গত ২২ মে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বেরিয়ে যায় সে।'